কুফর বিত তাগুত

কুফর বিত তাগুত মানে হলো; তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুত থেকে দূরে থাকা এবং তাগুত ও তাগুতের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা, যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

আল্লাহ বলেন,

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ سورة البقرة

{...তাই, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত রশি আঁকড়ে ধরলো, যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।} [আল-বাকারাঃ ২৫৬]

আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ سورة النحل-36

{এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, “আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।”} [আন-নাহলঃ ৩৬]

আল্লাহ বলেন,

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ سورة النساء

{(হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল –সেসবের ওপর, কিন্তু তারা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? এভাবে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (সরল পথ থেকে) অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।} [আন-নিসাঃ ৬০]

আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦ سورة النساء

{যারা ঈমান এনেছে তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কুফরী করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। কাজেই যুদ্ধ করতে থাকো শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গদের সাথে, নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দূর্বল।} [আন-নিসাঃ ৭৬]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তাগুতকে বর্জন করা –এর মানে হচ্ছে, তুমি বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদত করা অবৈধ; তাই তুমি অন্য কারো ইবাদত করা পরিত্যাগ করবে, অন্য কারো ইবাদত করাকে ঘৃণা করবে এবং (অন্য যার যার ইবাদত করা হয়) তাদেরকে তাকফির করবে আর যারা অন্য কারো ইবাদত করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান –এর মানে হচ্ছে, তুমি বিশ্বাস করবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন সত্য ইলাহ, তিনিই হলেন ইবাদতের যোগ্য একক ইলাহ এবং তুমি অন্য সবকিছু তাঁর (সুবহানাহু তায়ালার) থেকে দূরে রাখবে। অর্থাৎ তুমি তোমার সকল প্রকারের ইবাদত ইখলাসের সাথে এক আল্লাহর জন্য করবে; সাথে সাথে তাঁকে ছাড়াও আর যাদের ইবাদত করা হয় তাদের তুমি অস্বীকার করবে এবং বর্জন করবে। সেই সাথে তুমি ইখলাসের (তথা ইসলামের) লোকদের সাথে বন্ধুত্বতা পোষণ করবে আর শিরকের লোকদের সাথে ঘৃণা পোষণ করবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।” [মা'না আত-তাগুত]

<u>তাগুত কি?</u>

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তাগুত শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহর পাশাপাশি যা কিছুর ইবাদত করা হয়; হতে পারে তা কোন ব্যক্তির ইবাদত করা এবং সেও এই ইবাদত করার কারণে সন্তুষ্ট থাকে অথবা হতে পারে

কোন বস্তুর ইবাদত করা বা কাউকে অনুসরণ করা কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য না করে অন্য কারো আনুগত্য করা, তাই বা তারাই তাগুত হিসেবে বিবেচিত-পরিগণিত হবে। তাওয়াগিত (তাগুতের বহুবচন) অনেক রয়েছে কিন্তু মুল তাগুত হলো পাঁচটিঃ

প্রথমঃ

তাগুত হলো শয়তান, যে মানুষকে আল্লাহ বাদে অন্য কিছুর ইবাদত করতে আহ্বান করে। তার দলিল হচ্ছে,

আল্লাহর বাণীঃ

۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠ سورة يس

{হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?} [ইয়াসিনঃ ৬০]

দ্বিতীয়ঃ

তাগুত হচ্ছে অত্যাচারী ফাসিক ও জালিম শাসক, যে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে; এর দলিল হচ্ছে,

আল্লাহর বাণীঃ

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ سورة النساء

{(হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল –সেসবের ওপর, কিন্তু তারা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? এভাবে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (সরল পথ থেকে) অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।} [আন-নিসাঃ ৬০]

তৃতীয়ঃ

তাগুত হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে; এর দলিল হচ্ছে,

আল্লাহর বাণীঃ

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤ سورة المائدة-44

{আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।} [আল-মায়িদাহঃ ৪৪]

চতুর্থঃ

তাগুত হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়াও নিজে গায়েব বা অদৃশের জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে; এর দলিল হচ্ছে,

আল্লাহর বাণীঃ

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ٢٧ سورة الجن

{তিনি সমস্ত গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে যে রসুলকে (গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন তাঁকে ছাড়া। আর তিনি তাঁর সামনে এবং পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।} [আল-জ্বিনঃ ২৬-২৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩ سورة الإنعام

{তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে- স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন, শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।} [আল-আন'আমঃ ৫৯]

পঞ্চমঃ

তাগুত হলো, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় আর সেও এই ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে; এর দলিল হচ্ছে,

আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩ سورة الإنبياء

{আর তাদের মধ্যে যে বলবে, "আল্লাহর পাশাপাশি আমিও একজন ইলাহ", তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দান করবো, আর এভাবেই আমি জালিমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।} [আল-আম্বিয়াঃ ২৯]